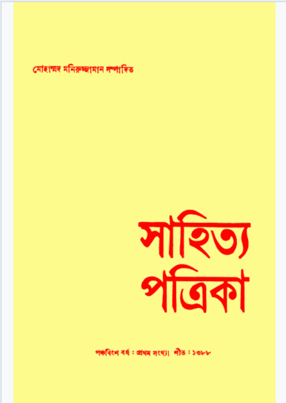

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাইকেল ও শেক্সপীয়র

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.18
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.18
Pages	256-269
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মাইকেল ও শেক্সপীয়র

মুনীর চৌধুরী

১.০ বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকের (১৮৬১) সঙ্গে টড বর্ণিত রাজস্থানের ইতিহাসের এবং গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস স্বষ্ট ইফিজেনিয়া নাটকের সম্পর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হব। অনেক সমালোচক কিছু প্রমাণাদি উল্লেখ করে এই মত প্রকাশ করেন যে মাইকেল টডের রাজস্থান পড়েই কৃষ্ণকুমারী রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। যাঁরা কৃষ্ণকুমারীর ওপর ইফিজেনিয়ার প্রবল ছায়াপাত লক্ষ্য করেন তাঁরা বাংলা ও গ্রীক নাটকের মধ্যস্থ মিল-অমিলের সূত্রসমূহ নির্দেশের শ্রম স্বীকার করেন নি। আমাদের মনে হয় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনঃপরীক্ষার দ্বারা আমরা মাইকেল-মানস ও তাঁর নাট্য-কল্পনা সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হব।

১.১ লেখক-শিল্পীগণ পত্রাকারে যে-সব স্বীকারোক্তিকে স্বস্থায়ীত্ব দান করেন আমাদের উচিত সেগুলোর তাৎপর্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে উন্মোচিত করা। কারণ অনেক সময় শিল্পী সৃষ্টি সম্পূর্ণ করবার আগে অন্তরঙ্গ সুহৃদের নিকট আরদ্ধ রচনা সম্পর্কে এরূপ সালংকারে স্বীয় মনোভাবসমূহ ব্যক্ত করেন যে পড়ে মনে হবে যেন লেখক বুঝি পরিকল্পনা নয় পরিণামকে, অভিপ্রায় নয় সিদ্ধিকেই বর্ণনা করেছেন। অথচ সতর্ক পত্র-পাঠক সামান্য পরিশ্রমেই বুঝতে পারবেন যে পত্র ঘোষিত অনেক উক্তির সঙ্গেই রচনার পরিসমাপ্ত প্রকৃতির প্রত্যাশিত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় লেখক নিজের রচনার উৎস ও অনুপ্রেরণার সূত্রসমূহ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন মূলতঃ সমকালীন কোন একজন বা এক শ্রেণীর পত্র-পাঠকের মানস-প্রবণতা বা কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে দৃষ্টিগোচর রেখে। লেখকের এই প্রকার অভিমত কেবলমাত্র পত্রে নিবদ্ধ স্থূল-মুখ্য তথ্যাদির মানদণ্ডে বিচার্য নয়; বরঞ্চ, যে সকল গৌণ প্রসঙ্গের প্রক্ষেপ পত্রে লক্ষণীয়, ভিন্নতর উপলব্ধির যে সকল প্রকাশ তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিফলিত, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে সেগুলোকেও তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা আবশ্যক। শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সত্যবাদী কোন সন্দেহ নেই কিন্তু একজন লেখকের সমগ্র রচনা তাঁর যে-কোন একক উক্তির চেয়ে বেশি সত্য; তাঁর অন্তরের পরিচয় যে-কোন স্থূল তথ্যের নির্দেশের চেয়ে বেশি গ্রাহ্য; তাঁর সৃষ্টি তাঁর স্বীকারোক্তির চেয়ে বেশি মান্য।

১.২ মাইকেল এক চিঠিতে কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে জানান যে, ক্রমাগত দু'রাত জেগে তিনি টডের অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ রাজস্থানের ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করেছেন। দ্বিতীয় রজনীর শেষ প্রান্তে এসে আবিষ্কার করেন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী যা পড়বা মাত্র তাঁর কবিত্বশক্তি সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক পত্রেও মাইকেল প্রকাশ করেন যে, কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী তিনি টড প্রণীত রাজস্থান ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের চার শ একষট্টি পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করেছেন। শুধুমাত্র এই প্রকার উক্তির ভিত্তিতেই যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, টডের নিকট মাইকেলের ঋণ অপরিমেয়, সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণা এবং স্থূল ঘটনাদি সবই তিনি টড থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন তাহলে আমাদের মীমাংসা সর্বাংশে অভ্রান্ত হবে বলে মনে করি না।

১.৩ প্রথমে বিচার করা যাক মাইকেলের মানস-গঠন কি প্রকৃতির ছিল এবং কি বিশিষ্ট মনোভাব নিয়ে তিনি এই নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ স্বদেশী লেখকগণ টডের মুসলিম-বিদ্বেষী ইতিহাসচেতনাকে যেরূপ পূজনীয় বিবেচনা করেছেন এবং যে-প্রকার আগ্রহ নিয়ে তার ভাব ও বিষয়কে নাটকে-কাব্যে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তৎপর হন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্প সেরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মাইকেলের বাসনা ছিল মানুষের মৌল জীবন-পিপাসার, তার প্রজ্বলন্ত আবেগ-উৎকণ্ঠার ঘূর্ণাবর্তকে নাটকীয় আকৃতি দান করা। তিনি কল্পলোকে অনুসন্ধান করেছেন এমন চরিত্র, যারা হবে চিত্তশক্তিতে সুদৃঢ়, হৃদয়াবেগে বহ্নিময়; অনুসন্ধান করেছেন এমন কাহিনী, যার ঘটনাক্রম হবে বেগবান ও সংঘাতময়। শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় নাটকের এই আদর্শই তাঁর মন অধিকার করে রেখেছিল। এবং যেহেতু সমকালীন অন্যান্য হিন্দু চিন্তানায়কগণের কল্পনাশক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারক টড মাইকেলের আত্মার আত্মীয় ছিল না, মাইকেল নব নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়ে প্রথমেই টডের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য বিবেচনা করেন নি। বরঞ্চ সম্পূর্ণ এক বিপরীত কোটির জগৎ থেকে তিনি তাঁর নাটকীয় প্রসঙ্গ নির্বাচন করলেন। সম্রাট আলতামসের দুহিতা সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বন করে নাটক লিখতে আরম্ভ করেন এবং সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভের প্রত্যাশায় পরিকল্পিত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করে কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক হিন্দুদর্শকগণের নিকট প্রীতিকর হবে না আশঙ্কা করে মাইকেলের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ রিজিয়া সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করতে পারেন নি। উল্টো তাঁরা মাইকেলকে পরামর্শ দান করেন যে, রিজিয়ার পরিবর্তে হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করলে লোকে তার অনেক বেশি কদর করবে। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

> 'তা ছাড়া যতীন্দ্র বাবু মনে করেন এবং রাজা সাহেবও তাঁর সঙ্গে একমত যে, বাংলা নাটকে মুসলমানী নাম ভাল নাও শোনাতে পারে। এবং সেজন্য তাঁরা একথাও মনে করেন যে, যে-প্রয়াসে সাফল্য নিশ্চিত নয়, শর্মিষ্ঠা-তিলোত্তমার স্রষ্টার পক্ষে সেরকম ঝুঁকি গ্রহণ করা অসঙ্গত।···হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আপনি কি রাজস্থানের ইতিহাস থেকে কোনো একটা বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারেন না; আমার বিশ্বাস এটা একটা সুবিস্তীর্ণ পটভূমি এবং আপনার মত কল্পনাশক্তি সম্পন্ন লেখক অবশ্যই এখান থেকে অগুণিত কাহিনীর ইশারা লাভ করতে পারবেন।'

নাটকীয় কাহিনীর উপাদান আহরণের জন্য মাইকেল কি করে টডের রাজস্থানে উপনীত হলেন এই হল তার ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত। তবে এখানে একথাও স্মরণীয় যে, যাঁরা তাঁর রিজিয়া নাটকের খসড়াকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে যথাযোগ্য মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত হন তাঁদের মতামতে মাইকেল কোনোদিনই যথেষ্টরূপে আস্থাবান হতে পারেন নি। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার সর্বশেষ পর্যায়ে, ১৮৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে, যখন মাইকেল হয়ত কৃষ্ণকুমারীর পঞ্চম অঙ্ক লিখছেন, আর সাত দিনের মধ্যে তা শেষ করবেন, তখনও তিনি রিজিয়া প্রসঙ্গ ভুলে যাননি। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লেখা ১লা সেপ্টেম্বরের মূল পত্রের শেষাংশে প্রস্তাব করেন,

> 'আমি এখন থেকেই আরেকটি নতুন নাটক রচনার জন্য তৈরী। অবশ্য আগে এটি মঞ্চস্থ হোক। ভারতীয় মুসলিম ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে অবশ্যই আমাদের নাটক রচনা করা উচিত। মুসলমানগণ জাতি হিসাবে অবশ্যই আমাদের চেয়ে

অধিকতর তেজস্বী এবং সেই অর্থে নাটকে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা প্রদর্শনের জন্য নাট্যকারের দৃষ্টিতে তারা অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ। চক্রান্তমূলক জটিলতা সৃষ্টির জন্যও মুসলমান রমণীগণ আমাদের রমণীদের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী।'

একই পত্রের দ্বিতীয় সংযোজনে মাইকেল পুনর্বার উল্লেখ করেন,

> 'এরপর অবশ্যই রিজিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাব। আমি ভরসা রাখি যে সে নাটক যথার্থই আপনার মনস্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হবে। মুসলমানী নামের বিরুদ্ধে বৈরী-ভাব বর্জন করতে হবে। তবুও যদি আপনারা অন্যরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেন, না হয় টড থেকেই আবার নতুন কোনো প্রসঙ্গ বার করে নেব। কিন্তু তার আগে মেঘনাদ শেষ করতে হবে। তাতেও কয়েক মাস কেটে যাবে।'

টডের ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে মাইকেলের শিল্পী-মানসের সম্পর্ক এক প্রকার অজান্তেই কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি তাঁর পত্রের একটি চরণে ব্যক্ত করেছেন : আপনার মত কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন লেখক অবশ্যই টড থেকে অগুণতি কাহিনীর ইশারা লাভ করতে পারেন। মাইকেল করেছেনও তাই। শুধু একটা সঙ্কেত মাত্র গ্রহণ করেছেন, বাকী সবটুকুই কল্পনা। এবং এই কল্পনা এতই স্বকীয়তামণ্ডিত যে, চিন্তাধর্মে অনাত্মীয় টডকে সেই মৌলিক অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা সঙ্গত বিবেচনা করি না।

১.৪ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মাইকেলের পত্র পড়ে মনে হয় কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী বুঝি টড তাঁর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের কোনো একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রসঙ্গ টডের গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের একাধিক স্থলে উত্থাপিত হয়েছে এবং অতিবিস্তৃত রূপে তার পটভূমি ও পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। মাইকেল যে-স্থলের উল্লেখ করেছেন সেখানে টড কৃষ্ণকুমারীর আত্মাহুতির চিত্রটি বিশেষ কবিত্ব সহকারে উন্মোচিত করেন এবং পাদটীকায় একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক কাহিনী-মূলক ফরাসী নাটকের উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণকুমারীর শোকাবহ পরিণামকে মর্মস্পর্শী করে তুলতে প্রয়াস পান। গ্রন্থের মূল ঐতিহাসিক বিবরণের চেয়ে পাদটীকার এই নাট্য-নির্দেশই হয়ত মাইকেলের অনুপ্রেরণার যথার্থ উৎস।

১.৫ টডের কাহিনী নিম্নরূপ।

মরুদেশের অধিপতি ভীমসিংহের মৃত্যুর পর রাজা মানসিংহ সিংহাসনে অরোহণ করে। চম্পাবৎ সওয়াইসিংহ ভীমসিংহের বিধবা পত্নীর গর্ভজাত ধনকুলসিংহের সিংহাসন-দাবীকে সমর্থন জানিয়ে রাজা মানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। যদিও সন্তানের বিপদাশঙ্কায় কাতর হয়ে ধনকুলসিংহের মাতা সন্তানের জন্মকে অবৈধ বলে প্রচার করতেও প্রস্তুত ছিল, সওয়াইসিংহ তাতেও হতোদ্যম হয়নি। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ রাজা মানসিংহের পতন ঘটাবার জন্য সওয়াই সিংহ এক নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং রাজকুমারী বিনা অপরাধে তার কবলে পড়ে প্রাণ দেয়। এক সময়ে রাজা ভীমসিংহ মেবারের রাণার কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বিবাহ নিষ্পন্ন হবার আগেই রাজা মৃত্যুবরণ করে। সওয়াই সিংহ জয়পুরের ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবরাজ জগৎসিংহকে প্ররোচিত করে কৃষ্ণকুমারীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে। অন্যদিকে মানসিংহকে এই বলে উত্তেজিত করে তোলে যে, যেহেতু কৃষ্ণকুমারী মরুদেশের রাজার বাগদত্তা, ভীমসিংহ বর্তমানে মৃত বলে রাজা হিসাবে একমাত্র মানসিংহই ঐ কন্যা লাভের অধিকারী। অম্বররাজ জগৎসিংহ যদি এখন কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করে তবে মরু-

প্রদেশের সিংহাসনের প্রতি সেটা হবে চূড়ান্ত অপমান। অগত্যা মানসিংহ ও জগৎসিংহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সওয়াইসিংহ এই পর্যন্ত বিরোধের বীজ বপন করে মরুদেশের সিংহাসনের দাবীদার ধনকুলসিংহকে জয়পুরের জগৎসিংহের দরবারে পেশ করল। জগৎসিংহ ধনকুলসিংহের সঙ্গে এক পাত্রে আহার করে এবং জনসমাজে জোরের সঙ্গে একথা প্রচার করে যে ধনকুলসিংহ যথার্থই রাজা ভীমসিংহের ঔরসজাত সন্তান। দুঃসাহসী রাজা মানসিংহ নিজের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে জ্ঞাত থেকেও যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। মারাঠা দস্যু-দল-পতিগণ স্বার্থানুযায়ী পক্ষ গ্রহণে তৎপর হল। বিকাণের জগৎসিংহের পক্ষ নেয়। হোলকর, যাকে মানসিংহ ইংরেজের হাত থেকে সপরিবারে রক্ষা করেছিল সে-পর্যন্ত সওয়াই-সিংহের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে মানসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যদিও বাহ্যত কৃষ্ণকুমারীর পাণিপীড়ন উপলক্ষ্য করে উভয়পক্ষ অস্ত্রোত্তোলন করে, যুদ্ধের আসল কারণ ছিল রাজ-নৈতিক। এই যুদ্ধে রাজা মানসিংহ পরাজিত হয় এবং প্রাণ হাতে করে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। যোধপুরের দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মানসিংহ পুনর্বার যুদ্ধের জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করতে থাকে। সওয়াইসিংহ দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্গ ঘেরাও করে রাখে, কিন্তু এক সময়ে সওয়াইসিংহের সৈন্যবাহিনী, মাহিনা মজুরী এনাম ও অন্যান্য সুখ সুবিধার অভাবে অস্থির ও বিশৃংখল হয়ে পড়ে। এই সময়ে জগৎসিংহের পক্ষ ত্যাগ করে যারা মানসিংহের পক্ষে চলে যায় তাদের মধ্যে ধূর্তের শিরোমণি বিশ্বাসঘাতক আমীর খাঁ অন্যতম। আমীর খাঁর চক্রান্তের ফলেই সওয়াইসিংহ নিহত হয়। এই নরপিশাচ মানসিংহের রাজপুরোহিত দেবনাথকেও হত্যা করে এবং ক্রমে মানসিংহকে উপেক্ষা করে কার্যতঃ মরুদেশের কর্তৃত্বভার নিজের হাতে তুলে নিতে চেষ্টা করে। শেষ অবস্থায় মানসিংহ অপ্রকৃতিস্থ হয় এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে।

১.৬ উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে জগৎসিংহ ও মানসিংহের যে বিরোধ— তা মূলতঃ রাজনৈতিক। এই চক্রান্তের প্রথম পর্যায়ের প্ররোচক সওয়াইসিংহ, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বাসঘাতক নবাব আমীর খাঁ। আমীর খাঁ জগৎসিংহকে প্রতারিত করে মান-সিংহের পক্ষ নেয়। অজিতসিংহের পরামর্শক্রমে আমীর খাঁ-ই উদয়পুরের রাজা ভীম-সিংহকে নির্দেশ দেয়, হয় কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের হস্তে সমর্পণ করতে নতুবা তার প্রাণসংহার করে সকল বিরোধের অবসান ঘটাতে। এই বর্ণনানুযায়ী কৃষ্ণকুমারীর শোকাবহ পরিণামের রাজনৈতিক পটভূমি ঘটনাবহুল, কুটিলতাপূর্ণ এবং প্রবলভাবে সংঘাতমূলক। যদি টডই মাইকেলের অনুপ্রেরণার উৎস হ'ত তাহলে মাইকেল বিভিন্ন পত্রে রাজস্থানীয় উপকথার এইরূপ উপাদানকে ক্ষীণকায়, মন্দগতি ও বৈচিত্র্যহীন বলে অভিহিত করতে পারতেন না। মাইকেলে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হয়ত আছে কিন্তু তার কোনো বিস্তৃত নাটকীয় ব্যবহার নেই। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের একটি সংলাপে মরুপ্রদেশের অধিপতির সঙ্গে রাজকুমারীর পরিণয় স্থিরীকৃত হওয়ার সংবাদ; চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দু'জোড়া সংলাপে ধনকুলসিংহের প্রসঙ্গ এবং পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তিন জোড়া সংলাপে আমীর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

টড, চূড়ান্ত পর্যায়ে, কৃষ্ণকুমারীর প্রাণোৎসর্গের প্রত্যক্ষ প্ররোচক হিসাবে চক্রান্তকারী পাপিষ্ঠ নবাব আমীর খাঁকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। টড রচিত রাজস্থান কাহিনীর উনবিংশ শতাব্দীর পাঠক যে সাম্প্রদায়িক বৈরীভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐতিহাসিক নাটক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন মাইকেল স্বভাবত সে-মনোভাবের বিপরীত কোটির মানুষ ছিলেন। তাই তিনি তাঁর নাটকে আমীর খাঁর চক্রান্তকে প্রাধান্য দান করতে কোনো চেষ্টাই করেন নি; মানসিংহ আদৌ চিত্রিত হয়নি এবং 'নায়িকা কৃষ্ণকুমারী একেবারে ব্যর্থ চরিত্র'।

জগৎসিংহ প্রাধান্য লাভ করেছে বিলাসবতীর প্রণয়পাত্র হিসাবে। কল্পিত চরিত্র ধনদাস–মদনিকাই কৃষ্ণকুমারী নাটকের মুখ্য আকর্ষণ। 'ইতিহাসের কোনো বহুমুখী চক্রান্তের মর্মোদ্‌ঘাটন নয়, কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূল কথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের উপর নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি।' ডঃ সুকুমার সেন তাই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'ইতিহাস কাহিনীর সহিত নাটক কাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ।' আমরাও মনে করি, মাইকেল টড পড়ে, টডের ভাবে মজে, টডের তথ্য নাটকে রূপান্তরিত করায় উৎসাহী ছিলেন না।

১.৭ কৃষ্ণকুমারী নাটকে মুসলিম বিদ্বেষমূলক উক্তি আদৌ সংযোজিত হয়নি এমন নয়। ছয়টি স্থলে যবনের বিরুদ্ধে আপাত গর্হিত সংলাপ রচিত হয়েছে। তবে প্রথম সংলাপ দু'টিতে যবন যেমন ধিকৃত হয়েছে তেমনি মহারাষ্ট্রীয়গণও। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র নাটকে মুসলমান অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়েরাই নাট্যকার কর্তৃক অধিকসংখ্যকবার লাঞ্ছিত হয়েছে। তিন নম্বর সংলাপ কৃষ্ণকুমারীর মা অহল্যার। তাঁর মাতৃহৃদয় কন্যার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হয়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আলাউদ্দিন–পদ্মিনীর উপাখ্যানের জের টেনে ভীমসিংহকে হুশিয়ার থাকার পরামর্শ দেয়। এই হুশিয়ারী কিঞ্চিৎ হাস্যকর, কারণ কৃষ্ণকুমারীর জন্য কোন যবন লালায়িত হতে পারে নাটকে কুত্রাপি তার ইঙ্গিত করা হয়নি। বরঞ্চ দুই হিন্দু রাজার দ্বন্দ্বেই কৃষ্ণকুমারীর প্রাণ গেল। অহল্যার উত্তেজনা যেমন অহেতুক, তাঁর ভাষাও তেমনি প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারে স্ফীতকায়। দুইয়ের সংমিশ্রণে বিদ্বেষের বিষ একপ্রকার কৌতুক রসে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। পঞ্চম উদ্ধৃতির আক্ষেপ প্রকারান্তরে এক প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধকেই যেন ব্যক্ত করছে। ষষ্ঠ উদ্ধৃতিতে একটি মন্দ কথা মন্দভাবে উচ্চারিত হয়েছে সত্য। কিন্তু এখানেও ব্রাহ্মণ্য পরিভাষার অতিমাত্রিক শালীনতা ও সাধুতা যবন-নিন্দাকে যতটা সরসতা দান করেছে ততটা বিষময় করে তোলেনি। আলোচিত দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। রাজা : যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্র সৈন্য ত এই মুহূর্তেই নগর আক্রমণ করতে আসবে না—

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

২। রাজা : আঃ দেশবৈরিদল! তুমি দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে। এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন ফণি! আর যদি মহারাষ্ট্রের কথা বল, সেটা নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই তার সন্তোষ।

[ঐ]

৩। অহল্যা : নাথ, তোমার কি ইচ্ছা যে কোনো পাষণ্ড এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরব স্বরূপ বায়ু সহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে। কেন, তোমার পূর্ব পুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা কি বিস্মৃত হলে।

[২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

৪। তপস্বিনী : মহারাজ এ কলিকালে স্বয়ম্বর প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে, নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এতদিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারত ভূমির কি আর সে শ্রী আছে! হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এই দেশের সর্বনাশ করেছে।

[ঐ]

৫। রাজা : পূর্ব্বকালে এ পুষ্প (গোলাব) এ দেশে ছিল না। যে সর্প সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন, দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে।

[ঐ]

৬। রাজা : অঁা! বল কি! আহা হা! আমি দেখছি বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।

[৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

২.০ ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিসের' সঙ্গে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সম্পর্ক কি? ইউরিপিদিস এই নাটক রচনা করেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় গ্রীক নৌবহর অনির্দিষ্টকালের জন্য অলিসের পোতাশ্রয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। রাজপুরোহিত কলচাস এই দৈববাণী শোনায় যে, আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে যদি দেবী ডায়নার নামে উৎসর্গ করা না হয় তবে কোন দিনই গ্রীক বাহিনী অলিসের উপকূল ত্যাগ করে হেলেন উদ্ধারের জন্য ট্রয় আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। আগামেমনন পত্নী ক্লিটেমেনস্ট্রাকে এই পত্র লিখে দেয় যে, সে যেন ইফিজেনিয়াকে নিয়ে অলিসে চলে আসে, এ্যাশিলেসের সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। পত্র প্রেরণ করবার পর রাজার পিতৃহৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। আগামেমনন তাড়াতাড়ি করে এক দ্বিতীয় পত্রে রানীকে নির্দেশ দেয় যে যেন ইফিজেনিয়াকে অলিসে প্রেরণ না করে। পথের মধ্যে দূতের কাছ থেকে মিনিলস এই পত্র কেড়ে নেয়। এ নিয়ে আগামেমনন-মিনিলসের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিল। অন্যদিকে এ্যাশিলেস-ইফিজেনিয়ার পরিণয় সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মা মেয়ে নিয়ে অলিসে এসে হাজির হয়। এ্যাশিলেসের সঙ্গে দেখা হবামাত্র মা সকল প্রবঞ্চনার কথা বুঝতে পারল। এ্যাশিলেস প্রতিজ্ঞা করল, সে ইফিজেনিয়াকে রক্ষা করবে। শেষ পর্যন্ত ইফিজেনিয়া নিজেই স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। কিন্তু দেবীর কৃপায় খড়্গাঘাতের পূর্ব মুহূর্তে ইফিজেনিয়া বাতাসে মিলিয়ে গেল এবং তার যায়গায় একটি মৃগ খণ্ডিত হল। রাহুমুক্ত গ্রীক নৌবহর পরিবর্তিত আবহাওয়ায় পাল তুলে যাত্রা শুরু করল।

এই হল ইউরিপিদিসের 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিসের' কাহিনীর সার। এর সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী'র মিল কোথায়! ইফিজেনিয়ার আত্মোৎসর্গের মূল কারণ দৈববাণী; দেশহিতের বিঘ্নস্বরূপ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে ওঠে তা অপনয়নের জন্য প্রাণোৎসর্গের নির্দেশ। পুরোহিত গণনার দ্বারা দেবীর এই ইচ্ছা নিরূপণ ও প্রচার করে। রাজভ্রাতা মিনিলস এই নৃশংস কার্যের প্রধান প্ররোচক; যদিও পরে অনুতপ্ত; রাণী রাজার রূঢ়তম সমালোচক; পাণিপ্রার্থী এ্যাশিলেস রাজকন্যার প্রধানতম রক্ষক; রাজা দেশহিত, আত্মগরিমা ও সন্তান স্নেহের টানাপোড়েনে অব্যবস্থিত চিত্ত। হত্যার দায়িত্ব নেয় প্রথমে ইউলিসিস, পরে কলচাস। কৃষ্ণকুমারীর বিপদের কারণ মুখ্যত দৈবনির্দেশজাত নয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের আক্রমণাত্মক মনোভাবই রাজাকে দিশাহারা করে তোলে।

বিপদমুক্তির জন্য মন্ত্রী, গৃহমধ্যে নিক্ষিপ্ত বেনামী পত্রের ইঙ্গিত অনুসরণ করে পরামর্শ দেয় কৃষ্ণকুমারীকে অপসারিত করার। এর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য দৈবশক্তি কিম্বা সমগ্র দেশবাসীর নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের স্পর্শমাত্র নেই। সবাই সামান্য কারণে অতি বিচলিত হয়েছে ; গৌরবময় প্রশস্ততর পরিণামের পরিবর্তে অতিনাটকীয় আত্মোৎসর্গের অবতারণা করেছে। এতে নেই রাজার সংশয়ের উপযুক্ত বিক্ষোভ ; নেই রাণীর বিরুদ্ধাচরণের হলাহল, অনূঢ়ার সম্মান রক্ষার্থে কোন নির্ভীক-হৃদয়ের প্রকাশ ; নেই আত্মোৎসর্গকারী কুমারী প্রাণধারণের জন্য করুণ আকুতি ও পরে করুণতর আত্মবিলোপ! কৃষ্ণকুমারীতে প্রাধান্য লাভ করেছে ধনদাস-মদনিকা বিলাসবতী-জগৎসিংহ। এরা না গ্রীক, না ঐতিহাসিক!

যেটুকু মিল আবিষ্কার করা সম্ভব সে খুবই সামান্য ও খণ্ডিত। মূর্চ্ছিত অবস্থায় কৃষ্ণকুমারীর পদ্মিনী-দর্শন, দেশহিতের জন্য রাজমন্ত্রীর স্নেহমমতা বিসর্জন দিয়ে রাজাকে কৃষ্ণকুমারী অপসারণের জন্য প্ররোচিত করার প্রয়াস, কৃষ্ণকুমারীর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে অহল্যার রাজাকে ধিক্কার দানের দৃশ্যত্রয়ে হয়ত গ্রীক নাটকের কিছু ছায়া পড়েছে।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'এউরিপিদেস-এর ইফিগেনেয়া নাটকের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণকুমারীর বলিদানে'।

৩.১ মাইকেলের ঋণ সাধারণের কাছে যা স্বপ্রকাশ সেটাই সত্য। মহাকাব্যে মাইকেলের মহাজন মিল্টন, নাট্যে শেক্সপীয়র। এই ঋণ মাইকেল গ্রহণ করেছেন ঐশ্বর্যবান শিল্পীর স্বভাবধর্মানুযায়ী। মাইকেল-মানস ছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিচিত্র রসে পরিপুষ্ট। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট শিল্পীর জীবন-চেতনা ও শিল্পরীতি তাঁর স্বকীয় আন্তর প্রেরণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাঁর কল্পলোককে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে ; তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে সবলয়িত ও সুসমৃদ্ধ করেছে। মাইকেল-মানসের ওপর এই সকল প্রভাবের মধ্যে, নাট্য রচনার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রই ছিল মুখ্য। কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে শেক্সপীয়র-স্মৃতি তাঁর চিত্তে কত প্রবল ছিল সমকালীন পত্রাবলীতে তিনি তার অজস্র স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে বারবার সম্বোধন করেছেন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলে ; রোমাণ্টিক নাটকের মোহকারী আবেদনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মিড সামার নাইট ও রোমিও জুলিয়েটের ; নবনাটক সৃজনে নিজের প্রাণোন্মাদনাকে ব্যক্ত করেছেন, টেমপেষ্ট নাটকে নাবিক যাত্রা শুরু করবার পূর্ব মুহূর্তে, নোঙ্গর তুলে ফেলার, পাল উড়িয়ে দেবার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল তা উদ্ধৃত করে। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকীয় সংলাপে মৃত্তিকা সংলগ্ন সাধারণ মানুষের জীবন্ত ভাষাকে যেমন প্রয়োগ করেছেন তেমনি প্রয়োজনবোধে তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কারুকলামণ্ডিত প্রগাঢ়তাও দান করেছেন ; বিয়োগান্ত নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে শেক্সপীয়র যেমন বিষাদমণ্ডিত উৎকণ্ঠা সৃষ্টির অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তেমনি নাটকীয় প্রবাহে অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ পর্বে অবলীলাক্রমে রঙ্গরসের অবতারণাও করেছেন। শেক্সপীয়রের জীবনবোধের এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত পরিপূর্ণতা, তাঁর শিল্পরীতির এই বিস্ময়কর অমোঘতার প্রশংসা করতে গিয়ে মাইকেল যেন প্রকারান্তরে নিজের নাট্যাদর্শকেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। আবার কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি ও রাজনারায়ণ বসু যখন কৃষ্ণকুমারীর কোন কোন দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন তখন মাইকেল পরম বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন না করে পারেন নি যে, ঐ প্রকার দুর্বলতা থেকে কেবলমাত্র শেক্সপীয়রই মুক্ত এবং শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করে জগতের যে-কোন নাট্যকারকেই হেয় প্রতিপন্ন করা অতি সহজ কার্য। আত্মশক্তিতে গভীর ভাবে আস্থাবান মাইকেল অবশ্য অত সহজে শেক্সপীয়রের নিকটও নতি স্বীকার করেন নি। নিজের রচনার স্বকীয়তার মূল্য তিনি অন্যদের দিয়েও স্বীকার করিয়ে নিতে চেয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন,

আমার নাট্যাদর্শ আমার নিজস্ব। আমি আপোষহীনভাবে তা অনুসরণ করার পক্ষপাতী। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ, আশঙ্কা করি আপনিও তাদের মধ্যে একজন, আমার নাটক পড়তে আরম্ভ করেই শেক্সপীয়রের অমর রচনাসমূহ বিচারের মানদণ্ড তার ওপর আরোপ করতে উদ্যত হন। তাঁরা ভুলে যান যে আমি এক ভিন্ন পরিবেশের নাট্যকার। আমাদের সমাজের স্বরূপ ও মূল্যবোধের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র।

পত্রাবলীতে শেক্সপীয়র প্রসঙ্গের এই পৌণঃপুনিক উল্লেখ, কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে মাইকেল-মানসে শেক্সপীয়র-ভাবনা কত বহুমুখী সূত্রে জাগরূক ছিল তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে।

৩.২ এবার কৃষ্ণকুমারী নাটকের দু'একটি বৈশিষ্ট্য বিচার করা যাক। যেমন, নাটকীয় জটিলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টির নিমিত্ত চরিত্র বিশেষের ছদ্মবেশ ধারণ। শেক্সপীয়র এই কারিগরীর বাদশাহ্। বিয়োগান্ত নাটকে সব সময় না হলেও তাঁর একাধিক মিলনান্ত নাটকে শেক্সপীয়র এই কৌশল অতি চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন; কখনও কখনও জীবনোপলব্ধির একটা সূক্ষ্মতর দ্যোতনায় একে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। যেন বলতে চেয়েছেন, মানুষ মাত্রেই জীবনাভিনয় করে ছদ্মবেশে। আমরা কেউ হয়ত কখনও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ্য বা অনুদ্ঘাটিত নই। সারাজীবন অতি সন্নিকটে বাস করেও হয়ত, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আত্মগোপনকারী, ছদ্মবেশধারী, অপরিজ্ঞাত। এ্যাজ ইউ লাইক ইট, মাচ এ্যাডু এবাউট নাথিং, দি মেরী ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর, টুয়েলফ্‌থ্ নাইট ইত্যাদি নাটকে বিভিন্ন চরিত্র কর্তৃক মুখোস পরিধান, মঞ্চান্তরালে আত্মগোপন এবং ছদ্মবেশ ধারণের ফলেই কাহিনীগত সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে এবং তা দ্রুত সমাধানের দিকেও এগিয়ে গেছে। একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত টুয়েলফ্‌থ্ নাইট। ইলিরিয়ার ডিউক ওরসিনো ভালবাসে ধনাঢ্য প্রতি-বেশিনী অলিভিয়াকে। কিন্তু ভ্রাতৃশোকে কাতর অলিভিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে যে, সে প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন পুরুষের মুখদর্শন করবে না। ওদিকে ওরসিনোকে নীরবে নিভৃতে ভালবাসে ভায়লা নাম্নী এক তন্বী, যে বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে, সিজারিও নাম গ্রহণ করে, ওরসিনোর পদসেবায় নিযুক্ত রয়েছে। ওরসিনো সিজারিওকেই প্রণয়পত্রসহ দূত রূপে প্রেরণ করে অলিভিয়ার কাছে। পরিণামে অলিভিয়া প্রেম নিবেদনকারী ওরসিনোর পরিবর্তে পত্রবহনকারী সিজারিওর প্রেমে দিশাহারা হল। ঘটনাক্রমে ভায়লার জমজ ভাই সিবাস্টিয়ানের আকস্মিক আবির্ভাবে সকল সমস্যার সুরাহা হল। ওরসিনো ভায়লার প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করল এবং সিবাস্টিয়ান, হুবহু পুরুষবেশী ভায়লার মত অনুভূত হওয়ায়, অলিভিয়া তাকে পতিত্বে বরণ করতে পেরে, নিশ্চিন্ত হল। কৃষ্ণকুমারীতে ছদ্মবেশ ঘটনা-নিয়ন্ত্রণে এত শক্তিশালী নয়, এত কঠিন বিপত্তি ও মধুর মিলনসৃষ্টিকারীও নয়। তবুও একথা হয়ত স্বীকার করা চলে যে, কৃষ্ণকুমারী নাটকের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দৃশ্যে, মুখ্যত মদনমোহন-বেশী মদনিকার কারসাজিই আমাদের চিত্তহরণ করে। এই সূত্রে তুলনামূলক দৃষ্টান্ত অধিক বিস্তৃত না করে, একথাও হয়ত বলা চলে যে, কৃষ্ণকুমারী নাটকে মূল উপাখ্যানের পাশাপাশি মদনিকা-ধনদাস-বিলাসবতী প্রসঙ্গের উপস্থাপনা, শেক্সপীয়রের একাধিক নাটকে যে ডবলপ্লট বা জোড়া কাহিনীর সমান্তরাল গ্রহণ লক্ষণীয় তার স্মৃতি-বহনকারী।

২.৩. ধনদাসের অসাধুতা ও চাতুরী, তার নির্বিকার নির্বিবেক মনোভাব ও নিজের অপকর্মের সপক্ষে কপট রঙ্গময় যুক্তিজাল উদ্ভাবনের ক্ষমতা, একাধিক স্থলে হেনরী দি ফোর্থকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ধনদাস জগৎসিংহকে প্রবঞ্চিত করার পর মহানন্দে স্বগতোক্তি করে,

"(পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনামূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেন। এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম ! হা ! হা ! হা ! বিশ সহস্র মুদ্রা ! হা ! হা ! হা ! মধ্য থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল ! (অবলোকন করিয়া) আহা ! কি চমৎকার মণিখানি ! আমার প্রপিতামহও এমন মহামূল্য মণি কখন দেখেন নাই। যা হৌক, ধন্য ধনদাস ! কি কৌশলই শিখেছিলে ! জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন, যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা করে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ! তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থ লাভ না করি, তবে আর কিসে করব। তা এইত চাই ! আরে ! একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে ! কখনও বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতুক দোষারোপ কত্যে হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয়, কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করে কর্য্যে হৌক আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই। তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে সেটা কি মানুষ ! হুঁঃ তার মনতো বেশ্যার দ্বার বললেই হয় ! কোনো আবরণ নেই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্যে পারে ! এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার, আর পরকালে,—পরকাল কি ! পরকালে বাপ নির্ব্বংশ আর কি ! হা ! হা ! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে ; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ সেটা আবার এক বিষম কণ্টক ! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রী-ভায়ার কত বুদ্ধি !

[প্রস্থান]

ফলস্টাফ যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার নিজের কাপুরুষতাকে সমর্থনের জন্য যে দার্শনিক যুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করে তার ভঙ্গী-ভণ্ডামিও একই প্রকারের। নিম্নে তার কয়েকটি নির্বাচিত স্বগতোক্তির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হল :

১। (মরণের ডাকে সাড়া দিতে হবে !) সে যখন সময় হবে দেব। আমার এখনও সময় হয়নি। সময়ের আগে পাওনা মিটিয়ে দেবার লোক আমি নই। যে এখনও আমাকে ডাকাডাকি করছে না, তাকে আগবেড়ে আমি সাড়া দিতে যাব কেন ! যদি বলেন যে, যশের আকাঙক্ষাই তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে আমি বলব, কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর সে ত আমাকে ধাক্কা ধিয়ে চিৎপাৎ করে ফেলে দিতেও পারে ! তখন কি হবে ! যশ কি ভাঙ্গা পা জোড়া লাগাতে পারে ! না। ক্ষতমুখের রক্ত বন্ধ করতে পারে। না। যশ কি ডাক্তারী জানে ? না। তাহলে এই যশ বস্তুটাকে কি বলব ! একটা মুখের কথা মাত্র। এই মুখের কথাটার অভ্যন্তরে কি আছে ! কিছুই নেই। শূন্যগর্ভ ! এ বস্তু কে লাভ করেছে ! যে-সৈনিক গত শনিবার অক্কা পেয়েছে তার না কি হয়েছে। তা সে কি সে—গৌরব এখনও অনুভব করছে ? না। শুনতে পাচ্ছে ! না। যারা মরে গেছে, এ বস্তু তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এ বস্তু কি জীবিত অবস্থায় লাভ করা যায় না ? না। না পারুক। যশোগৌরব হল কাফনের পতাকা, আমি তার ঝাণ্ডা ওড়াতে চাই না।

২। **ফলস্টাফ : যদি সেনাপতি পার্সি এখনও জীবিত থেকে থাকেন আমি নিশ্চয়ই তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করব, অবশ্য যদি তিনি আমার সামনে এসে পড়েন ! আর যদি তিনি না আসেন, উল্টো আমিই তার সামনে গিয়ে পড়ি, আমাকেই কচুকাটা হতে**

হবে। কিন্তু দন্তবিকশিত মৃত সৈনিকের গৌরবে আমার কোনো লোভ নেই। আমি জীবনকে ভালবাসি। সাধ্যমত বেঁচে থাকতে চাই। যদি বেঁচে থাকতেই না পারি, তাহলে খ্যাতি-গৌরব দিয়ে কি করব! তখন ত সব খতম!

[পঞ্চম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

৩। মড়ার ভান করেছি বলে কি আমি মেকী বনে গেলাম না কি? মিথ্যে কথা, আমি মেকী হতে যাব কেন? যে সত্যি সত্যি মরে গেছে সে ব্যাটাই মেকী। প্রাণহীন মানুষকেই মেকী-মানব বলা উচিত। কিন্তু মড়ার ভান করে যে-লোক বেঁচে থাকার উপায় বার করে সে-ব্যক্তি অকৃত্রিম মানুষের প্রতিচ্ছবি। সাহসিকতার উত্তমাংশ হল সদ্বিবেচনা, আমি সেই উত্তমাংশকে আঁকড়ে ধরে প্রাণরক্ষা করেছি।

[পঞ্চম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]

ইংরেজী মূল নিম্নরূপ :

1. *Falstaff :* 'Tis not due yet : I would be loath to pay him before his day. What need I be so forward with him that calls not on me ? Well, 'tis no matter; honour pricks me on. Yea, but how if honour prick me off when I come on? How then? Can honour set to a leg ? No. Or an arm ? No. Or take away the grief of a wound? No. Honour hath no skill in surgery then? No. What is honour? A word. What is in that word honour? What is that honour? Air- a trim reckoning I who hath it? He that died a Wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. 'Tis insensible then? yea, to the dead. But will it not live with the living ? No. Why ? Detraction will not suffer it. Therefore I'll none of it. Honour is a mere scutcheon- and so ends my catechism.

(Exit)
(Act V, Sc. II)

2. *Falstaff :* Well, if Percy be alive, I'll pierce him. If he do come in my way, so ; if he do not, if I come in his willingly, let him make a carbonado of me. I like not such grinning honour as Sir Walter hath. Give me life; which if I can save, so; if not, honour comes unlooked for, and there's an end.

(Exit)
(Act F, Sc. IV)

3. *Falstaff :* . . . . . . Counterifiet ? I lie ; I am no counterfiet. To die is to be a counterfiet, for he is but the counterfiet of a man who hath not the life of a man ; but to counterfiet dying when a man thereby liveth is to be no counterfiet but the true and perfect image of life

indeed. The better part of valour is discretion, in the which better part I have saved my life.

(Act F, Sc. IV)

রাজা ভীমসিংহের চরিত্রেও কিং লীয়ারের ছায়া পড়েছে। স্বহস্তে সন্তানকে বধ করেছেন এই চেতনা হৃদয়ে প্রবলাকার ধারণ করার পর ভীমসিংহের সাধ্য ছিল না যে তিনি প্রকৃতিস্থ থাকেন। উন্মাদের মত চীৎকার করে বলেছেন,

[ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জন।]

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচ্চ্যেন।

উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ তুমি কি আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছ ?

উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না! (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ! এখনও বজ্রাঘাত হলো না! —কৈ! বিলম্ব হল কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও। এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ! বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যে না কি! (বিকট হাস্য)

(পঞ্চম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

স্নেহশীলা কন্যার প্রতি একদা যে নিষ্ঠুর আচরণ করেন সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে হৃতসর্বস্ব রাজা লীয়ারও এইরূপ উন্মত্তবৎ প্রলাপোক্তি করেন।

(Storm still. Enter Lear and Fool)

LEAR.

Blow, winds, and crack you cheeks ! rage ! blow ! you cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drenched our steeples, drowned the cocks !
You sulph'rous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Single my white head ! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity O'the world,
Crck nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man !

... ...

Rumble they bellyfull ! Spit, fire ! Spout, rain !
Nor rain, wind, thunder, fire are my daughters.
I tax not you, you elements, with unkindness.
I never gave you kingdom, called your children,
You owe me no subscription. Then let fall your horrible pleasure.
Here I stand your slave,
A poor infirm, weak, and despised old man.

(Act III, Sc. II)

তবে মাইকেল নিজের নাটক ও নাট্যাদর্শের পরিচয় প্রদান করে যত কথা বলেছেন সবই যে প্রামাণ্য ও প্রমাদহীন তা নয়। শেক্সপীয়র স্থষ্ট নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে কৃষ্ণকুমারী নাটকের পাত্র-পাত্রীদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা বিভ্রান্তিকর। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্রের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

ইতিহাসের জগৎসিংহ যেমন একটু চিন্তাহীন এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ, আমার নাটকেও আমি তাকে সেরকম করে আঁকতে চেষ্টা করেছি। ভীমসিংহ গুরুগম্ভীর এবং বিষাদ ভারাক্রান্ত। অন্যান্য চরিত্র কল্পিত। তবে কল্পিত হলেও তাদেরকে প্রধান পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে গড়তে হয়েছে। আর ধনদাস সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমি স্বপ্নেও তাকে ইয়াগোর মত করে স্থষ্টি করতে চাইনি। যদি সেরকম চরিত্র স্থষ্টি করার ক্ষমতা আমার থেকেও থাকত, আমার ঘোরতর সন্দেহ, নেই, তাহলেও আমার মনে হয় না যে কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাহিনীর মধ্যে তাকে স্থান দেয়া যেত। আমার মতে বলেন্দ্র হবে রঙ্গপ্রিয় কিন্তু চরিত্রবান, অনেকটা কিং জন নাটকের 'বাস্টার্ডের' মত।

("I have tried to represent Juggut sing as I find him in history, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the Principal characters. As for Bhpndos, I never dreamt of making him the counterpart of Iags. The plot does not admit of such a character, even I could invent it- which I gravely doubt ! I wish Bullender to be serious and light, like the 'Bastard' in king John.")

আমরা মনে করি যে এই শেষের কথাটি সত্য নয়।

ইংরাজী নাটকে এই বাস্টার্ডের নাম ছিল ফিলিপ ফ্যাকনব্রিজ, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ডের অবৈধ সন্তান। কিং জন নাটকে শেক্সপীয়র এই চরিত্রকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটকীয় কাব্যগুণে মণ্ডিত করে স্থষ্টি করেন। এই নাটকের প্রতিনায়কের মর্যাদা যথার্থই তাঁর প্রাপ্য কি না সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শেক্সপীয়র তাকেই ইংলণ্ডের অন্তরাত্মার জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, সমস্ত নাটকের মধ্যে একমাত্র তাকেই সিংহাসনে উপবেশন করার যোগ্য অধিকারী বলে বিবেচনা করেছেন। বিজন্মা ফিলিপ ছিল যাবতীয় প্রবঞ্চনার নির্মম সমালোচক এবং তা সে প্রকাশ করত তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায়। কিছু রহস্য মিশ্রিত না করে সে নিজের অন্তরকেও সহজে অনাবৃত করত না। যদিও অবৈধ তবুও রাজার

ঔরসজাত বলে যখন সে অতি উচচ পদবী ভূষিত হল তখনও সে অভিজাত শ্রেণীর কৃত্রিম মর্যাদাবোধকে বিদ্রূপবাণে, বিদ্ধ করতে ইতস্ততঃ বোধ করেনি। এ্যানজিয়ার্সের যে-নাগরিক রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্লাঞ্চ-এর সঙ্গে ফরাসী রাজপুত্র লুইয়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে, মহাতেজে, উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাসের দামাল বাজিয়ে বক্তৃতা দেয়, ফিলিপ কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যে তাকে চূড়ান্তভাবে নাকাল করে। যে-অন্তঃসারশূন্য অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় লুই, ব্লাঞ্চের রূপবন্দনা করে ফিলিপ তার অনবদ্য ব্যাঙ্গানুকরণ করে প্রণয় নিবেদনের এক অসংলগ্ন অর্থহীন অতিরঞ্জিত পরিভাষায়। অবশেষে রাজা জন যখন সকল আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বদেশের মর্যাদাকে পদদলিত করে সহজে কার্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ্যানজিয়ার্স-নাগরিকের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন তখন ফিলিপ আরেকবার তার স্বভাব-সিদ্ধ বক্রোক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তের প্রশস্তি রচনা করে। প্রশংসা করে বিষয়ী লোকের সেই বিবেচনা শক্তিকে যা লাভের লোভে বিবেক বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

৩.৪ মাইকেলের বলেন্দ্র সিংহের ব্যক্তিত্ব জীবনদৃষ্টি ও ভাবোক্তির মধ্যে এই কৌতু-কোজ্জ্বল বিদ্রূপাত্মক সরসতার চিহ্নমাত্র নেই। বলেন্দ্র সিংহ কারও বিজাত সন্তান নয়। সে দেশভক্ত ও রাজভক্ত। ভ্রাতুষ্পুত্রী কৃষ্ণাকে সে সন্তানস্নেহে ভালবাসে। দেশ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিপদমুক্তির জন্য বলেন্দ্র পাঠ্যপুস্তকের বীরের মত প্রাণোৎসর্গে সদা প্রস্তুত। কিং জনের বাস্টার্ডের সঙ্গে এই চরিত্রের মিল কোথায়? অবশ্য, বাংলা নাটকে অন্যরকম হওয়াও কঠিন ছিল। বুদ্ধিমত্তার বির্যবতায় দেশহিতৈষণায় রঙ্গ-রসিকতায় যতই অনন্য হোক না কেন, এক অবৈধ সন্তানকে বঙ্গজ মঞ্চের দর্শকমণ্ডলী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ-জনক। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিষাদ ভারাক্রান্ত নৈতিকতামণ্ডিত দেশাত্ববোধক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সেরূপ চরিত্র অনেকের নিকট বিসদৃশ বলেও মনে হতে পারত।

৩.৫ যদি উভয়ের অমিল এতই জাজ্বল্যমান হবে তবে মাইকেল বলেন্দ্র সিংহের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কিং জনের বাস্টার্ডের কথা উল্লেখ করলেন কেন? নিশ্চিন্ত সদুত্তর তৈরী করা কঠিন। তবে, একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমানের অবকাশ আছে বলেমনে করি। মাইকেল যে-পত্রে বাস্টার্ডের কথা উল্লেখ করেন তাতে তারিখ লিখিত হয়েছে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৬০। পঞ্চাঙ্ক কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে এক মাস। মাইকেলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, আরম্ভ করেছেন ৬ই আগষ্ট, শেষ করেছেন ৭ই সেপটেম্বর। ১লা তারিখ যখন পত্র লেখেন তখন হয়ত পঞ্চম অঙ্ক রচনা আরম্ভ করেন নি বা সদ্য আরম্ভ করেছেন। পূর্ববর্তী চার অঙ্কের মধ্যে বলেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে একবার মাত্র, তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে। সর্বমোট সংলাপের সংখ্যা, চার, পরিমাণে পুরোপুরি দশ লাইনও নয়। এই সম্পূর্ণ অংশটি নিচে উদ্ধৃত করা হল।

উদয়পুর। নগরতোরণ

বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ

বলে। রঘুবর সিংহ।

প্রথ। (জোড়াকরে) কি আজ্ঞা, বীরবর।

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা। আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে! কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হল, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি।

[প্রস্থান]

এই দৃশ্যে বলেন্দ্রের চরিত্র পূর্ণপ্রস্ফুটিত নয়। এমন কোনো বৈশিষ্ট্য এতে সুচিহ্নিত করা হয়নি যা তার পরবর্তী বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করবে বলে মনে হতে পারে। হয়ত নাট্যকার ভেবেছিলেন যে, পঞ্চম অঙ্কে এই চরিত্রকে তিনি যে-পরিপূর্ণতা দান করবেন তাতে কিং জন নাটকের বাস্টার্ডের লক্ষণ সমূহ ফুটে উঠতেও ,পারে।

ঐ চরিত্রটি স্মরণ করবার আরও একটি কারণ নির্দেশ করা সম্ভব। টডের বর্ণনায় আছে যে, উদয়-পুরের দুর্দিনে, তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য রাণা প্রথমে মহারাজা দৌলতসিংহে অনুরোধ জানান কৃষ্ণকুমারী অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। মহারাজা দৌলতসিংহও রাণী ভীমসিংহের মতই সূর্যবংশোদ্ভূত। যত বড় কল্যাণ সাধনের জন্যই হোক না কেন এইরূপ নৃশংস কাজ করতে তিনি সম্মত হলেন না। তখন দৌলতসিংহের পিতার ঔরসে জন্ম দাসীপুত্র জীবনদাসকে এই কাজের জন্য ডেকে আনা হয়। তাকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিলে এই অবৈধ সন্তান রাজী হয়ে যায়। কিন্তু পরে ছুরিকাহস্তে কৃষ্ণকুমারীর শয্যাপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে, রাজকুমারীর অকলঙ্ক রূপরাশি প্রত্যক্ষ করে, এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে হাত থেকে অস্ত্র খসে মাটিতে পড়ে যায়। এই জীবন-দাসের জন্মগত পরিচয়ই হয়ত কিং জনের বাস্টার্ডকে মাইকেলের স্মৃতিপথে টেনে এনে থাকবে।

অবশ্য বলেন্দ্র যখন রূপায়িত হল তখন দেখা গেল যে তার জন্ম জীবনদাসের মত কলঙ্কিত না হলেও জীবনদাসের মতই সেও কৃষ্ণকুমারীকে বধ করার সঙ্কল্প নিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয়কে কঠিন করে রাখতে অপারগ হয়। আর কিংজনের বাস্টার্ড তার রঙ্গ-রসিকতা নিয়ে কৃষ্ণকুমারীর পঞ্চম অঙ্কে প্রবেশের অধি-কারী ছিল না বলে বলেন্দ্রকে তার স্বভাব স্পর্শ করতে পারেনি।

উপসংহারে আমরা সংক্ষেপে সমগ্র প্রবন্ধের সার ব্যক্ত করছি: কৃষ্ণকুমারী নাটকে টডের নিকট মাইকেলের ঋণ সামান্য, এই নাটকের ওপর ইউরিপিদিসের প্রভাবও ক্ষীণ। মাইকেলের অনুপ্রেরণার প্রধানতম উৎস শেক্সপীয়র, যদিও শেক্সপীয়র সম্পর্কে মাইকেলের সকল স্বীকারোক্তি অভ্রান্ত নয়।*

* [তুলনামূলক সমালোচনা (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৬৯) গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]